পদ্যে প্রকাশ

হাসান শাওন

প্রসিদ্ধ

সূচিপত্র

বজরা বাস	৭
ঘড়ি	৯
কর্তব্য	১০
দৃশ্য সিরিজ ১	১১
দৃশ্য সিরিজ ২	১২
তোমাকে	১৩
চাওয়া	১৪
গাঢ়	১৫
সেলের কবিতা	১৬
হেমন্ত রানীর ফসলের ভাগ	১৮
শহরে হ্যামিলন	১৯
যোগসূত্র	২০
ভালো থেকো রাত্রি	২১
বন্দিনী	২২
দৃশ্য সিরিজ ৩	২৩
তোমাকে ভুলি নাই	২৪
ঘুমের তল্লাশ	২৫
ঘাস নিয়তি	২৬
পাসপোর্ট সাইজ ছবি	২৭
কালাশনিকভ	২৯
ওম চাইলে	৩০
একদা	৩১
আমিনবাজার নিশুতি	৩২
মিহি বৃষ্টির গান	৩৩
শহুরে বৃষ্টি	৩৪
বাংকার	৩৫
জয়নুল	৩৬
প্লাবন দিনগুলো	৩৭
বৃষ্টির অর্কেস্ট্রেশন	৩৮
ফিলিস্তিন	৩৯

বজরা বাস

নয় নম্বর বাসের হ্যান্ডেল খুব নাজুক।
স্ক্রু ঢিলা ছিল। সিঁড়িতে শুধু এক পা রেখে যে তাতে ঝুলেছে, সে বোঝে।
অন্যরা না বুঝুক।

নয় নম্বর বাসকে বজরা মনে হতো। আর রুটটাকে নদী।
বয়ে চলে পল্লবী থেকে আজিমপুর অবধি।

কত বন্দরই না সে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।
১২,সাড়ে ১১, হল পূরবী, ১১, অরিজিনাল ১০, ১০, ২, সনি সিনেমা, ১, বাঙলা কলেজ, টেকনিক্যাল, দারুস সালাম, কল্যাণপুর, হল শ্যামলী, কলেজগেট আর আসাদগেট, আড়ং, রাপা . . .
এর মাঝে এক লাল প্রাচীর ঘিরে অনেক প্রহরী। স্নাইপাররা কি ঝিমায় পাশের বহুতল ছাদে?
নয় নম্বর বজরা বাসের হ্যান্ডেল ঝুলতে ঝুলতে সে গল্প ফাঁদে।
এরপর আরও কত স্টপেজ।

নয় নম্বর বজরা বাসের দিনের ভাড়া নিয়ে সংশয়।
কন্ডাক্টরের মনে -
'মালিক যে খাইষ্টা। রাইতে গাড়ি জমা দেওনের সময় যেন কী হয়!'

চলার চেয়ে এ বজরা থামতোই বেশি। সোবহানবাগের সামনে ৩২ এ দাঁড়ায়।
এক সুবহে সাদিকে যে রোডের বাড়িতে পড়ে ছিল গোয়েন্দা নয়, একমাত্র মাটিনিষ্ঠ মুজিব, নিথর।

লেকে শিশু। উড়ুক্কু বেলুন। নামে এখানে।
এরামের মাতাল ওঠে, নামে ।
নামে ওঠে সিটি কলেজ, ঢাকা কলেজ, চাঁদনীচক, নিউ মার্কেট, 'ইনভারসিটি', শাহনেওয়াজ হল, ইডেন, হোম ইকোনোমিক্স, বুয়েট, ঢাকেশ্বরী, বদরুন্নেসা।
বাস ঠাঁসা।

কাঙ্ক্ষিত শেষ সিটে যুবক যুবতী যুগলের ফিসফিস, যৌথ হাসাহাসি।
বজরা বাস সব শোনে। এমন কী আজিমপুর গোরখোদকের কাশি।
এসব স্মৃতি।

নয় নম্বর বজরা বাস আর নেই শহরে।
ওর না থাকায় রাস্তা নদী কাঁদে ডুকরে।

ঘড়ি

আলো আসবার আগে যে অন্ধকার
ওর হাতে কি ঘড়ি আছে?
সূর্যরশ্মি কি জানে কেন ভালো লাগে ভৈরবী এমন?

ফ্ল্যাট তল্লাটের নিদ্র তুররা ঘুম থেকে অফিস যাবে।
টাই বাঁধবে।
বহু আগে জাগতে বাধ্য ডিউটির ড্রাইভার কল দেবে।
তারপর শুরু নিকাশ।

পরীক্ষার আগে যে শিশুকে বাবা ঘড়ি কিনে দেয়,
তা ছিনতাই হয়েছে বহু আগে ফারাংগেটে।
আব্বা কবরে ঘুমাবারও আগে।

এখন ছিনতাই কম। চলে ডাকাতি বেশি।
উন্নয়নে, ব্যাংকে, শেয়ারে, বেগমপাড়ায়।
কত কী তে!

ঘড়ি লোকে কম পড়ে। সেলফোনে টাইম।
শিশুর মুখে স্তনবোটা গুঁজে দিতে মায়ের সময় লাগে না।
এই কি দেহঘড়ি?
জানে। মানে।
নক্ষত্র, পতঙ্গ, জোয়ারভাটা
বুয়া ছুটা।

কারখানার সাইরেন ছিল একদা।
ইপিজেডে যাইনি। জানি না বাজে, কি বাজে না?

মশারি গুটিয়ে মা ওঠায়।
'বাজান, নয়টায় বাস ঢাকার।'

কর্তব্য

আমাকে ডাহুক চেনানো তোমার কর্তব্য মনেকরি।
শুধু ডাক তো শোনে সবাই।
ডাকেও তো বহু।

- ওই বাথটাবের মডেল।
- গাঢ় সবুজ ঢাকা ফাইভ জি বিলবোর্ড।
- দেশবাসীকে একত্রিত হওয়ার ঘোষণা দেয়া উপরতলার ভাষণ।

ইত্যাদির ভিড়ে অন্ধকে ডাহুক চেনাও।
কনক্রিট অন্তরে পেরেক মারো জোনাকির নিভু জ্বলা।

বারবার ক্ষেতের আইলে আমার অবিশ্বাস।
দ্রুত নিশ্চিহ্ন হোক জমিন ভেদ।
তোরা বস্তি ভাঙার বুলডোজার এখানে চালা।

এ ধরা সিক্ত হোক শিশুর তালের শ্বাস কামড়ে।
আমাকে শেকড় চেনানো তোমার কর্তব্য মনেকরি।
সবই জানো তুমি। অপেক্ষা চাই না ওই তোমার অধরে।

দৃশ্য সিরিজ ১

রাস্তার পিচ খুলে চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে ফেরার পথে বড় আপুর চপ্পলটা গেল ছিঁড়ে।
অনেকে মজা পেয়েছিলেন।
আপু নির্বিকার।
ভাগ্যিস করোনা! মুখে তো মাস্ক।

আম্মা বাসায় নেই। তিনি ন্যায্যমূল্যের ট্রাকের লাইনে চাল কিনতে।
ডেলিভারি বয় ছোট ভাইটি বেঘোরে ঘুমাচ্ছে টাইলস ভাঙা মেঝেতে।

মুচি খুঁজতে যেতে হলো আমাকে।
তাকে পাই না।
দেখি- ফুটপাতে বাহিনী কর্ডন। উচ্ছেদ কার্যক্রমের নেতৃত্বে ম্যাজিস্ট্রেট।

মাঠহীন চম্পা-পারুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ড্রেসের এক শিশু কাঁদে রিকশায়। মাত্রই বাবার থাপ্পড় খেয়েছে মেয়েটি। ওর নীল গ্যাস বেলুন হাত ফস্কে গেছে।

উপরে মিগ বিমানের গর্জনে একমাত্র গাছের ডালে বসা কাকটা উড়ে গেল।
কোথায় গেল?

দৃশ্য সিরিজ ২

উপর থেকে আমি ঝিকিমিকি গোলপুকুর ভাবি।
নিচে নেমে দেখি জনবৃত্ত।
ঘিরে জীবিতরা দেখছে এক মৃতকে।

শকুন, শেয়াল, পিঁপড়া বা মাছি নয়।
লাশ দেখছে মানুষের অপলক।

তাদের ফিসফাস,
"মাইরালাইসে কাইল রাইতে।"
কে, কেন, কারা, কীভাবে জানার আগে
তীব্র সাইরেনে জটলা সরে।
পোশাকের লোকেরা মুহূর্তে একটি বডিব্যাগে
'মাইরালানো'কে গাড়িতে তোলে।

এরপর পড়ে থাকে দলা ছিঁটে রক্ত আর গুঞ্জন।
চেনা মহল্লার এই বদল না কী ঝিকিমিকি গোলপুকুর দেখতে
নিচে নেমেছিলাম মনে নেই।

তোমাকে

যখন সামনে থাকো,
ভুলে যাই আমি ভালোবাসি
তোমাকে নেই
বাষ্প,গন্ধ, আলোর মতোন।

কেউ কেমন আছো?
জিজ্ঞেস করলে বলি,
: বিলীন।
অমূল্য এ আমার লুপ্ত রতন।

করোটিতে তোমার বাস।
অন্য কোথাও তন্নতন্ন করি না তাই।
দূরত্ব নেই। সঙ্গে নিয়ে ঘুরি।
বারবার ধুলো মুছি, ঝাড়ি। নিই খুব যতোন।

যেন সময়ের কোলবালিশ আমি
দ্রুতিমান কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স
ডেটাময় নিযুত কোটি টেরাবাইট।
জেগে থেকে ঘুমাতে না দাও, এমন স্বপন।

চাওয়া

আমি যেমন মামুলি তথ্যকর্মী। খুব ভালো হতো তুমি যদি হতে আবহাওয়া অফিসের ওয়েদার ফোরকাস্টিং অফিসার।
এখন যেমন কল করি। কথা হয় ওমর ফারুক, আবু সুফিয়ান এমন অনেক নামের সাথে।
যাদের সাথে কখনও দেখা হয় না। শুধু ফোনে নিউজ বাইট নেয়া হয়।
তুমি থাকলে ভালো হতো।

এই যে একটু আগে ফাল্গুনের ঝিরিঝিরি বয়ে গেল। তোমার কাছে এর ব্যাখ্যা চাইতাম। তুমি বলতে, দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের মেঘের নিম্নগামিতার কারণে . . .

তোমার মতো একটা গুণীন দরকার আমার।
বাতাসের গতিবেগ তুমি বলে দিতে পারতে।
ভূকম্পনও তোমার আওতায়।
বলে দিও রিখটার স্কেলে আমার হৃদকম্পন মাত্রা।

গাঢ়

কেন তোমাকেই গাঢ় ভালোবাসি?
গাঢ় তো শিখেছি বরিশালের জীবনানন্দ থেকে।
ওনার সব গাঢ় ভালো লাগে।
গাঢ় নক্ষত্র,
গাঢ় কুয়াশা,
গাঢ় নদী,
গাঢ় সবুজ,
গাঢ় বিষণ্নতা . . .
গাঢ় নিমগ্নতায় ট্রাম দেখে না আগে।
আহারে জখম!
সে মুমূর্ষুর শিয়রে কমলালেবু হয়েছিল কে?

আমার হাঁটা পথে তুমি নেই। ট্রামও নেই।
শীতার্ত শিশু দেখি। তার হাড় জাগা পাঁজরদেখি।
মাস পয়লা শুনি শ্রমিকপাড়ায় সাইরেনটহল রেকি।

তুমিহীনা সারাবেলায় একলা মগজে সাউন্ড গ্রেনেড ফাটে।
এর অনুরণ সব পথ, নদী, ঘাটে।
ডুবে যাওয়া লঞ্চে যুগল লাশের হাত ধরা থাকে যেমন জাপটে।

মনে পড়ে কীর্তনখোলায় উড়াল দিন?
যখন ওড়না তোমার হয়েছিল এ হাতের মীন।

বোধ হয় নিবিড়তাই সবচেয়ে গাঢ়।
এ ভাবনা কেউ কেউ কবিদের দলে থাকতে চাওয়া নিখোঁজ কারও।